

# সেবা সহজীকরণ

অনলাইনে কনফারেন্স রুম বুকিং

নির্দিষ্ট আয়েনকমেণ্ট সিপেইন  
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ  
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

Please enter your information

Username

Password

Remember Me

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ  
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

# স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

## ভূমিকা:

স্বাস্থ্যের সাথে মানুষের জীবন-জীবিকা ও উন্নয়নের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সেজন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫(ক) এবং ১৮(১) অনুসারে চিকিৎসাসহ জনগণের পুষ্টি উন্নয়ন ও জন স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রাথমিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আলমা-আতা ঘোষণা, জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা, আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্মেলন, শিশু অধিকার সনদ, নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত কনভেনশন- এসব আন্তর্জাতিক ঘোষণার স্বাক্ষর দাতা দেশ হিসাবে বাংলাদেশ স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এছাড়া সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অর্জনে পৌঁছাতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। দেশে ব্যয় সাশ্রয়ী, আধুনিক, কার্যকর এবং টেকসই মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে চিকিৎসক ও চিকিৎসা অবকাঠামোর পাশাপাশি যুগপৎ নিরাপদ ঔষধ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার কর্মযজ্ঞ পরিচালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ বিগত কয়েক বছরে স্বাস্থ্য খাতে বেশ সফলতা লাভ করেছে। বিশেষ করে অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশু মৃত্যু হার হ্রাস, সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির বিস্তার, মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস, সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ ও নিম্নমুখী মৃত্যু প্রবণতা, মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি, পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রীর নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭-এ আনয়ন, অপুষ্টি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে দেশব্যাপী ভিটামিন এ ও ফলিক এসিড বিতরণ - এ সবই বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সফলতার চিত্র। স্বাস্থ্য সেবা কাজে নিয়োজিত চিকিৎসক, নার্স, মেডিকেল এবং নন-মেডিকেল কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ সফলতার চিত্রটি ভালভাবে ফুটিয়ে তুলতে সহায়তা করেছে।

তবে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) দ্বিতীয় ঢেউ বাংলাদেশ তথা সারাবিশ্বের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে। বিশ্বের সেরা সব অর্থনীতি আর স্বাস্থ্যসেবা সমৃদ্ধ দেশগুলোও এই বৈশ্বিক মহামারি রোধে অসহায় ও বিপর্যস্ত হয়েপড়েছে। বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়া ভাইরাসটি লাখ লাখ মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠে। তবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিশ্বের যে কোন দেশের তুলনায় করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতা রোধে বাংলাদেশ অনেকটাই এগিয়ে আছে। কোভিড-১৯ মোকাবেলায় তাঁর অনুসৃত ৩১ দফা নির্দেশনার আলোকে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ শুরু থেকে নিরলস কাজ করে চলেছে। কোভিড-১৯ মোকাবেলা করতে দেশের জনগণকে ভ্যাকসিন প্রদানের কাজ চলছে।

সফলতার পাশাপাশি এখনও স্বাস্থ্য খাতে রয়েছে বিবিধ ও বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ। নারীর অকাল প্রজনন, প্রসব ও প্রসবোত্তর জটিলতা, অঞ্চলভেদে শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসকরণে সমস্যা, দেশের কতিপয় অঞ্চলে সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার, ধূমপান ও মাদকাসক্তি, অপরিষ্কৃত খাদ্যাভ্যাসজনিত রোগের প্রকোপ, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, অব্যাহত নদীভাঙ্গন ও জলবায়ু বিপর্যয়জনিত গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যার সাথে যুক্ত হয়েছে খাদ্যদ্রব্যে রাসায়নিক ও কীটনাশক ব্যবহারজনিত সৃষ্ট স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও হালের করোনা ভাইরাস। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বাংলাদেশে নতুন রোগের আবির্ভাব, নগরমুখী প্রবণতার ফলে শহরের ক্রমবর্ধমান দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষত: বস্তিবাসীর মধ্যে নিরাপদ পানির অভাব, নিম্নমানের পয়ঃনিষ্কাশন ও অপুষ্টির ফলে সৃষ্ট রোগ/ব্যাধি ইত্যাদি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এ সব বিপ্রতীপ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও স্বাস্থ্যখাতে বিবিধ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অবকাঠামোতে ব্যাপক উন্নয়ন, মানব সম্পদ ব্যবস্থা সেবার মান ও পরিধি বৃদ্ধি, প্রযুক্তির ব্যবহার বদলে দিয়েছে দেশের স্বাস্থ্য-সেবার চিত্র। দেশে ক্রমেই দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে টেকসই, আধুনিক, স্থিতিশীল এবং মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা।

## স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভিশন ও মিশনঃ

### ভিশন (Vision):

জাতি-ধর্ম-গোত্র-শ্রেণি-লিঙ্গ-প্রতিবন্ধী-ভৌগলিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের সকলের জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ।

### মিশন (Mission):

সবার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ, সমতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে সেবাপ্রাপ্তক কেন্দ্রিক স্বাস্থ্য সেবার সহজ প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ ও বিস্তৃতকরণ, মানউন্নয়ন এবং বিদ্যমান সম্পদের প্রাধিকার পূর্ণবন্টন ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্যের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম ও পুষ্টি কার্যক্রমকে সমন্বয় সাধন।

### কর্মপরিধিঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business, 1996 এর Allocation of Business among the Different Ministries & Divisions অনুযায়ী স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উল্লেখযোগ্য কর্মপরিধি নিম্নরূপঃ

১. স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ
২. ফার্মাসিউটিক্যাল এবং বায়োমেডিকেল পণ্যের উৎপাদন এবং মান নির্ধারণ
৩. ঔষধ আমদানি এবং রফতানিতে মান নির্ধারণ
৪. পরিত্যক্ত ফার্মাসিউটিক্যাল বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ
৫. চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন, প্রতিবেদক, আরোগ্য এবং পুনর্বাসন সংক্রান্ত
৬. স্বাস্থ্য এবং সংশ্লিষ্ট জাতীয়/আন্তর্জাতিক এসোসিয়েশন/সংস্থা যারা সরকারি মঞ্জুরিপ্রাপ্ত, যেমন- টিবি এসোসিয়েশন, ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন, BMRC, SMF, BNC, BCPS, BMDC, ফার্মাসি কাউন্সিল, পুষ্টি কাউন্সিল, ঢাকা শিশু হাসপাতাল, National Medical Institute Hospital, BNSB ইত্যাদির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সহায়তা দান।
৭. নিম্নোক্ত বিষয়াদি
  - ক) জনস্বাস্থ্য
  - খ) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন
  - গ) স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ভেজাল পণ্য নিয়ন্ত্রণ
  - ঘ) মহামারী, সংক্রামক এবং ছোঁয়াচে রোগ নিয়ন্ত্রণ
  - ঙ) স্বাস্থ্য বীমা
  - চ) খাদ্য, পানি এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পণ্যের মান নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ
  - ছ) ধূমপান প্রতিরোধ
  - জ) পুষ্টি গবেষণা, শিক্ষা এবং অপুষ্টি সংক্রান্ত রোগ
  - ঝ) স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি
৮. নিম্নোক্ত বিষয়াদি
  - ক) চিকিৎসা পেশার মান নির্ধারণ ও রেগুলেশন
  - খ) চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ও সমন্বয় সংক্রান্ত
  - গ) মানসিক ব্যাধি
৯. মাদক নিয়ন্ত্রণ
১০. দুগ্ধজাত খাবারের নিয়ন্ত্রণ
১১. নদী বন্দর এবং বিমান বন্দরের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান
১২. নাবিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা
১৩. জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচি
১৪. ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ
১৫. হাসপাতাল ও ঔষধালয়ের ব্যবস্থাপনা

১৬. মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্কিত বিজ্ঞানভিত্তিক এসোসিয়েশন/সংস্থা
১৭. মাদক, ঔষধ, দুষ্কাজাত খাদ্য এবং তামাকের আপত্তিকর বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ
২০. সহায়ক চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের পুনর্বাসন
২১. সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি
২২. নিম্নোক্তদের ব্যতীত সরকারি কর্মচারীদের জন্য চিকিৎসা ক্ষেত্রে ছাড়পত্র
  - ক) রেলওয়ে সার্ভিসের কর্মচারি
  - খ) প্রতিরক্ষা সেবায় কর্মরত কর্মচারি এবং
  - গ) Medical Attendance Rule দ্বারা নিয়ন্ত্রিত
২৩. সিভিল সার্ভিসের জন্য মেডিকেল পরীক্ষা এবং মেডিকেল বোর্ড গঠন
২৪. ক্রীড়া ও Health Resorts
২৫. অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসা বিলে প্রতিস্বাক্ষর।

### সাংগঠনিক কাঠামোঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে ২০১৭ সালে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ নামে দুটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন একজন কেবিনেট মন্ত্রী। রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী মাননীয় মন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য একজন প্রতিমন্ত্রী থাকেন। সচিব প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং এর আওতাধীন ০৭ (সাত) টি সংস্থার কর্মকাণ্ড আইন অনুযায়ী নিষ্পন্ন করে থাকেন। এছাড়া সচিব প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার হিসেবে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহের ব্যয়ের যথার্থতা নিশ্চিতকরণের দায়িত্বও পালন করে থাকেন।

### স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন দপ্তরসমূহঃ



### স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোঃ

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় তৃণমূল পর্যায়ে ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার কমিউনিটি ক্লিনিক। পাঁচ স্তর বিশিষ্ট এই পিরামিড কাঠামোর দ্বিতীয় স্তর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UHFWC)। উপজেলা পর্যায়ে রয়েছে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। বাংলাদেশে ৪২৫টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স রয়েছে। তুলনামূলক জটিল স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানে জেলা পর্যায়ে আছে ৬৫টি জেলা হাসপাতাল। এখানে বিশেষায়িত সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। জাতীয় পর্যায়ে বিশেষভাবে বিশেষায়িত হাসপাতালের সংখ্যা ৩৫টি। বাংলাদেশে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় সর্বোত্তম বিশেষায়িত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়।




# অনলাইনে কনফারেন্স রুম বুকিং

শাখার নাম: প্রশাসন-২

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

অফিস প্রোফাইল

ক) একনজরে অফিস

প্রতিষ্ঠানের নাম	বাংলা	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	
	ইংরেজী	Health Services Division	
	সংক্ষিপ্ত	HSD	
অফিস প্রধানের পদবী	সচিব	নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
অফিসের সংখ্যা	মোট ৭ অধিদপ্তর/দপ্তর বিভাগীয় অফিস ৮ জেলা অফিস ৬৪		
জনবল	৭০০ জন		
অফিসের ঠিকানা	বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা		
যোগাযোগ (ই-মেইল), ফোন, ফ্যাক্স	secretary@hsd.gov.bd		
ওয়েবসাইটের ঠিকানা	www.hsd.gov.bd		
যাতায়াতের বর্ণনা (গুগল ম্যাপসহ)			

**খ) অফিসের ভিশন ও মিশন :**

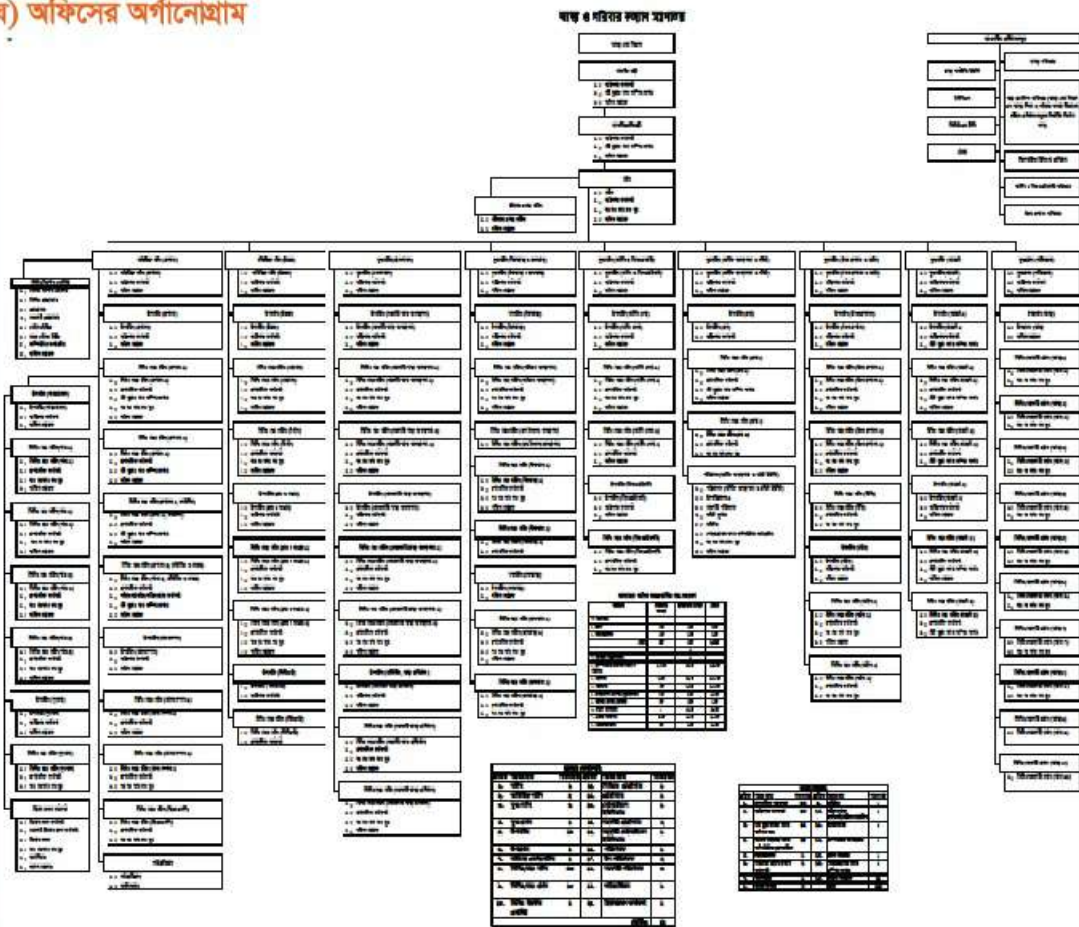
**ভিশন:** সকলের জন্য সশ্রয়ী ও মানসম্মত চিকিৎসা সেবা।

**মিশন :** স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য সুলভে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করে একটি সুস্থ সবল জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা।

**গ) অফিসের পরিচিতি**

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে ২০১৭ সালে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ নামে দুটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন একজন কেবিনেট মন্ত্রী। রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী মাননীয় মন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। সচিব প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং এর আওতাধীন ০৭ (সাত) টি সংস্থার কর্মকাণ্ড আইন অনুযায়ী নিষ্পন্ন করে থাকেন। এছাড়া সচিব প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার হিসেবে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহের ব্যয়ের যথার্থতা নিশ্চিতকরণের দায়িত্বও পালন করে থাকেন। সচিবালয়স্থ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের রয়েছে ১২টি অনুবিভাগ। প্রতিটি অনুবিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন একজন অতিরিক্ত সচিব। প্রতিটি অনুবিভাগে রয়েছে অধিশাখা ও শাখা। অধিশাখাগুলোর দায়িত্বে রয়েছেন যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা ও উপসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা। শাখাগুলোতে রয়েছেন সিনিয়র সহকারী সচিব ও সহকারী সচিব।

**ঘ) অফিসের অর্গানোগ্রাম**



## ঙ) সেবার তালিকা

ক্র. নং	সেবা নাম	সেবাপ্রাপ্তির পর্যায় (অধিদপ্তর/আঞ্চলিক)
১	অনলাইনে কনফারেন্স রুম বুকিং	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ/অধিদপ্তর
২	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পদোন্নতি	অধিদপ্তর/আঞ্চলিক
৩	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পদোন্নতি	অধিদপ্তর/আঞ্চলিক

## সেবা প্রোফাইল

### ক) সেবার নাম: অনলাইনে কনফারেন্স রুম বুকিং

### খ) সেবাটি সহজিকরণের যৌক্তিকতা :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় দুটি বিভাগে পুনর্গঠিত হওয়ার ফলে শাখা, অধিশাখা ও অনুবিভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু সভা কক্ষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি। কমন সভাকক্ষ হওয়ায় প্রায়ই সভার তারিখ ও সময়ের ডুপ্লিকেশনের সমস্যা দেখা যায়। ফলে সভায় এসে বিরতকর অবস্থায় পড়তে হয়। একটি সভায় হলে অন্যসভার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। কখনো কখনো সভার তারিখ পেছাতে হয়। সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব ঘটে। তাছাড়া আলাদা কোন প্রশিক্ষণ কক্ষ না থাকায় নির্ধারিত প্রশিক্ষণ গুলো এ কনফারেন্স কক্ষে সম্পন্ন করতে হয়। ফলে সভা ও প্রশিক্ষণ সময়মত যথাযথভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। সভার তারিখ ও সময় দৃশ্যমান থাকলে এই সমস্যার সৃষ্টি হত না। বর্তমানে কোন সভা চলছে সেটিও দৃশ্যমান হবে। অনলাইনের মাধ্যমে কনফারেন্স রুমের বুকিং দিলে সভার সময় ও তারিখ সহজভাবে নির্ধারণ করা যায়। ড্যাশবোর্ডে দৃশ্যমান সভার তারিখ ও সময় দেখে পরবর্তী সভার তারিখ নির্ধারণ করা সম্ভব। সভায় ডুপ্লিকেশন না হলে সময় ও যাতায়াত কমবে। ভুল বোঝাবুঝি/মনোমালিন্য হবার সুযোগ থাকবে না।

### গ) সেবাপ্রাপ্তির মৌলিক তথ্যাদি

অনলাইন বেজড একটি ওয়েবসাইট/সফটওয়্যার তৈরি করতে হবে। অনলাইনের মাধ্যমে সভার তারিখ ও সময় বুকিং দিতে হবে।

	বিষয়	তথ্যাদি
১	সেবা প্রদানকারী অফিস	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
২	সেবার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় দুটি বিভাগে পুনর্গঠিত হওয়ার ফলে শাখা, অধিশাখা ও অনুবিভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু সভা কক্ষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি। কমন সভাকক্ষ হওয়ায় প্রায়ই সভার তারিখ ও সময়ের ডুপ্লিকেশনের সমস্যা দেখা যায়। ফলে সভায় এসে বিরতকর অবস্থায় পড়তে হয়। অনলাইনের মাধ্যমে কনফারেন্স রুমের বুকিং দিলে সভার সময় ও তারিখ সহজভাবে নির্ধারণ করা যায়। ড্যাশবোর্ডে দৃশ্যমান সভার তারিখ ও সময় দেখে পরবর্তী সভার তারিখ নির্ধারণ করা সম্ভব। অনলাইন বেজড একটি ওয়েবসাইট/সফটওয়্যার তৈরি করতে হবে। অনলাইনের মাধ্যমে সভার তারিখ ও সময় বুকিং দিতে হবে। ফলে সভায় ডুপ্লিকেশন না হলে সময় ও যাতায়াত কমবে। ভুল বোঝাবুঝি/মনোমালিন্য হবার সুযোগ থাকবে না।

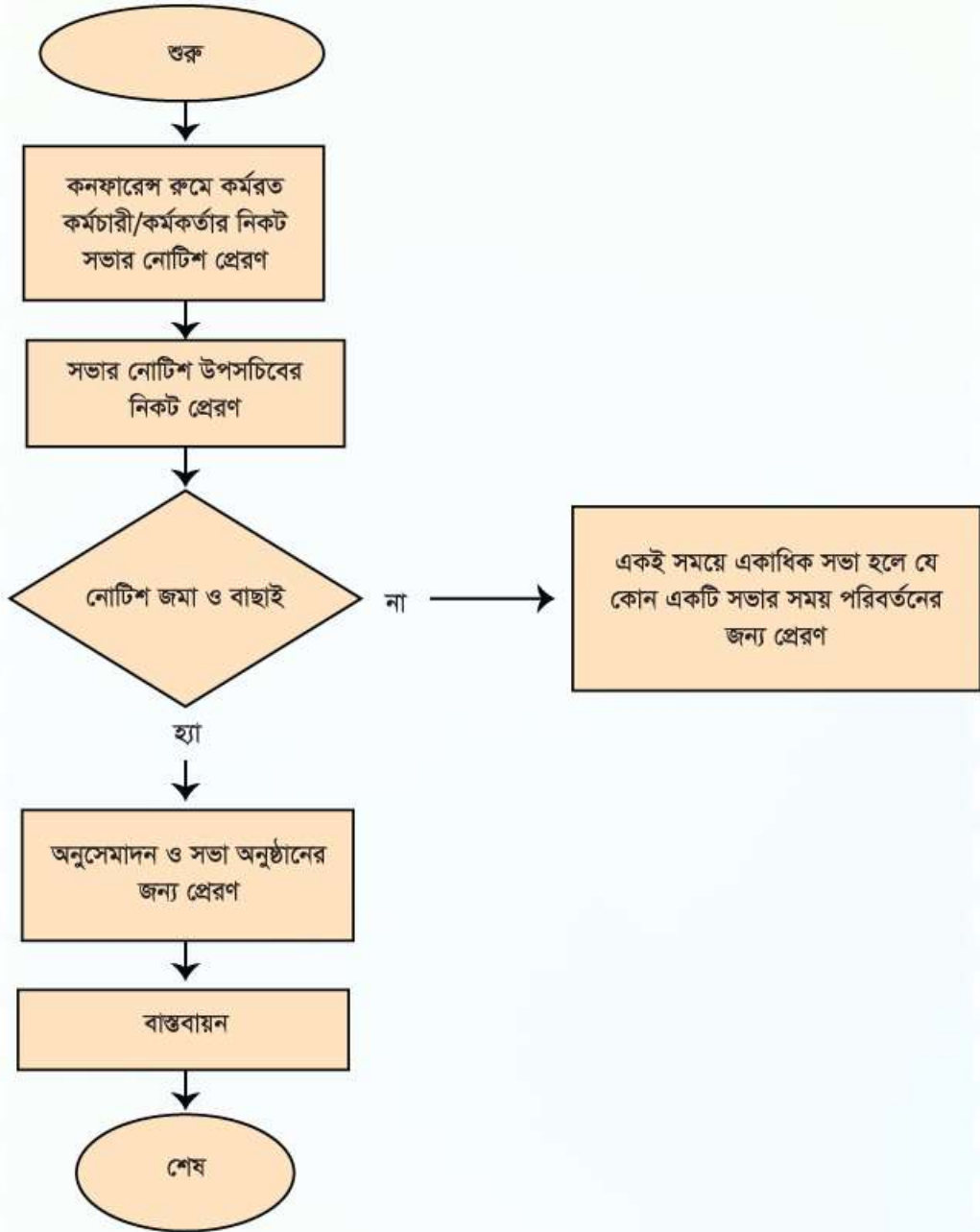
	বিষয়	তথ্যাদি
৩	বার্ষিক সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সকল শাখা
৪	সেবাপ্রাপ্তির শর্তাবলি	অনলাইনে আবেদন করতে হবে
৫	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী	উপসচিব (প্রশাসন-২)
৬	সেবাপ্রাপ্তির সময়	২৪ ঘন্টা
৭	সেবা প্রাপ্তিতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	সভার নোটিশ
৮	সেবাপ্রাপ্তির জন্য খরচ	নেই
৯	সেবাপ্রাপ্তির জন্য যাতায়াতের সংখ্যা	৪/৫
১০	সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি/নীতিমালার তালিকা	আইসিটি নীতিমালা
১১	সেবা পেতে ব্যর্থ হলে পরবর্তী প্রতিকারকারী কর্মকর্তা, পদবি, ইমেইল ও ফোন	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অধিশাখা)
১২	সেবা প্রাপ্তি/ প্রদানের ক্ষেত্রে অসুবিধা/ সমস্যা / চ্যালেঞ্জসমূহ	ইন্টারনেট সংযোগ থাকতে হবে। গ্রহীতাকে সফটওয়্যারটি ব্যবহারে অভ্যস্ত হতে হবে।
১৩	অন্যান্য	

### ঘ) বিদ্যমান সেবা-পদ্ধতি বিশেষণ

সেবা প্রদানের ধাপ	কার্যক্রম	প্রতি ধাপের সময় (দিন/ঘন্টা/মিনিট)	সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ (পদবি)
ধাপ-১	সভার নোটিশ কনফারেন্স রুমে প্রেরণ	১ দিন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
ধাপ-২	প্রশাসন-২ অধিশাখায় প্রেরণ	১ দিন	সহকারী সচিব
ধাপ-৩	নোটিস জমা ও বাছায়। একই সময়ে একাধিক সভা হলে সভার সময় পরিবর্তনের জন্য পুনরায় শাখায় প্রেরণ	১ দিন	উপসচিব
ধাপ-৪	অনুমোদন ও সভা অনুষ্ঠানের জন্য কনফারেন্স রুমে প্রেরণ	১ দিন	সহকারী সচিব
ধাপ-৫	বাস্তবায়ন	১ দিন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা



### ঙ) বিদ্যমান পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ (Process Map)

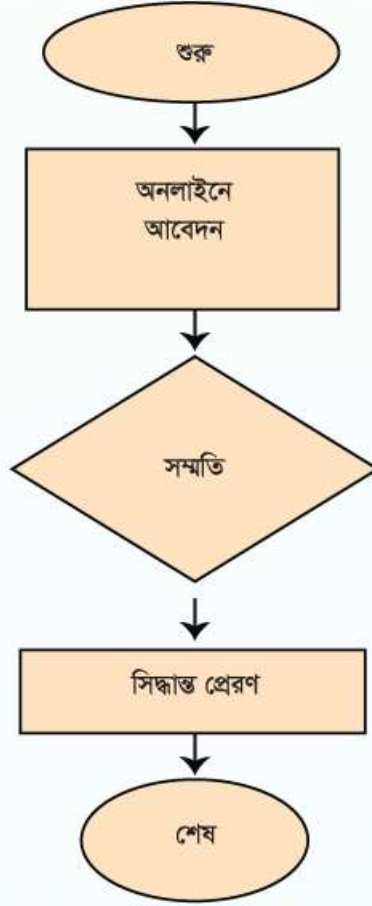


	বিষয়	তথ্যাদি
৩	বার্ষিক সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সকল শাখা
৪	সেবাপ্রাপ্তির শর্তাবলি	অনলাইনে আবেদন করতে হবে
৫	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী	উপসচিব (প্রশাসন-২)
৬	সেবাপ্রাপ্তির সময়	২৪ ঘন্টা
৭	সেবা প্রাপ্তিতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	সভার নোটিশ
৮	সেবাপ্রাপ্তির জন্য খরচ	নেই
৯	সেবাপ্রাপ্তির জন্য যাতায়াতের সংখ্যা	৪/৫
১০	সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি/নীতিমালার তালিকা	আইসিটি নীতিমালা
১১	সেবা পেতে ব্যর্থ হলে পরবর্তী প্রতিকারকারী কর্মকর্তা, পদবি, ইমেইল ও ফোন	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অধিশাখা)
১২	সেবা প্রাপ্তি/ প্রদানের ক্ষেত্রে অসুবিধা/ সমস্যা / চ্যালেঞ্জসমূহ	ইন্টারনেট সংযোগ থাকতে হবে। গ্রহীতাকে সফটওয়্যারটি ব্যবহারে অভ্যস্ত হতে হবে।
১৩	অন্যান্য	

### ঘ) বিদ্যমান সেবা-পদ্ধতি বিশেষণ

সেবা প্রদানের ধাপ	কার্যক্রম	প্রতি ধাপের সময় (দিন/ঘন্টা/মিনিট)	সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ (পদবি)
ধাপ-১	সভার নোটিশ কনফারেন্স রুমে প্রেরণ	১ দিন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
ধাপ-২	প্রশাসন-২ অধিশাখায় প্রেরণ	১ দিন	সহকারী সচিব
ধাপ-৩	নোটিস জমা ও বাছায়। একই সময়ে একাধিক সভা হলে সভার সময় পরিবর্তনের জন্য পুনরায় শাখায় প্রেরণ	১ দিন	উপসচিব
ধাপ-৪	অনুমোদন ও সভা অনুষ্ঠানের জন্য কনফারেন্স রুমে প্রেরণ	১ দিন	সহকারী সচিব
ধাপ-৫	বাস্তবায়ন	১ দিন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা

## ছ) প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপ



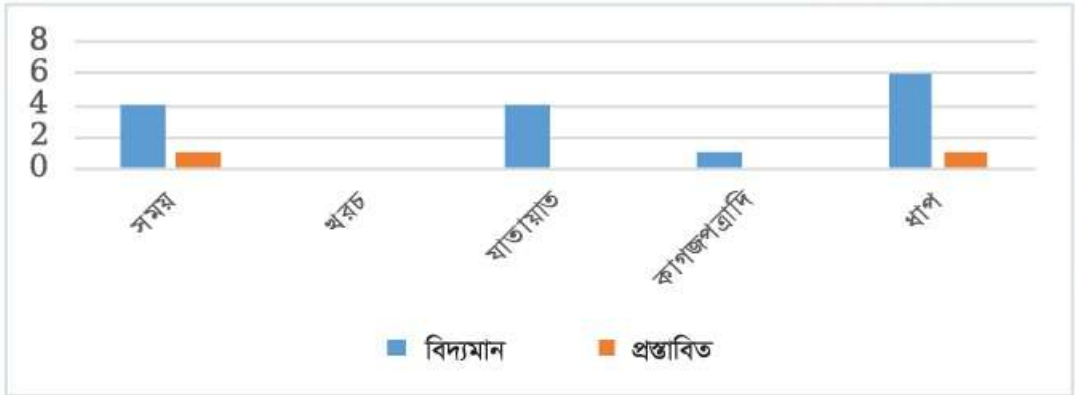
## জ) তুলনামূলক বিশেষণ (বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির ধাপভিত্তিক তুলনা):

বিদ্যমান প্রসেস ম্যাপের ধাপ	বিদ্যমান ধাপের বর্ণনা	প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপের ধাপ	প্রস্তাবিত ধাপের বর্ণনা
ধাপ-১	অনলাইনে আবেদন	ধাপ-১	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ওয়েবসাইটে থেকে অনলাইনে বুকিং করতে হবে।
ধাপ-২	কনফারেন্স রুমে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা	ধাপ-২	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ধাপ-৩			
ধাপ-৪		ধাপ-৩	

৩। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসারে বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির তুলনা

	বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
সময় (দিন/ঘন্টা)	৪	১
খরচ (নাগরিক ও অফিসের)		
যাতায়াত	৪/৫	নেই
ধাপ	৫	২
জনবল	৬	২/৩
দাখিলীয় কাগজপত্র	নোটস	নেই

লেখচিত্র:



৪। বাস্তবায়ন

ক) বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতার আনুপূর্বিক বিবরণ (২০০ শব্দের মধ্যে)

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দুটি বিভাগের একটি কমন সভাকক্ষ হওয়ায় প্রায়ই সভার তারিখ ও সময়ের ডুপ্লিকেশনের সমস্যা দেখা যায়। ফলে সভায় এসে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়। সেজন্য অনলাইনের মাধ্যমে কনফারেন্স রুমের বুকিংয়ের সফটওয়্যার তৈরির সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ গ্রহণ করে। একটি আইটি ফার্মের সাহায্যে অনলাইনে কনফারেন্স রুম বুকিং সফটওয়্যারটি ডেভেলপ করা হয়। সফটওয়্যারটি উপর সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা করা হয়। এখন সফটওয়্যারটি পূর্ণমাত্রায় চলছে। ফলে সভার সময় ও তারিখ সহজভাবে নির্ধারণ করা যাচ্ছে। ড্যাশবোর্ডে দৃশ্যমান সভার তারিখ ও সময় দেখে পরবর্তী সভার তারিখ নির্ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে সভায় ডুপ্লিকেশন না হলে সময় ও যাতায়াত কমছে। ভুল বোঝাবুঝি/মনোমালিন্য হবার সুযোগ থাকছে না।

খ) বাস্তবায়নের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা

কার্যক্রম	অক্টো ২০	নভে ২০	ডিসে ২০	জানু ২১	ফেব্রু ২১	মার্চ ২১
পাইলটিং শুরু ও সমাপ্তি						
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রেরণের তারিখসমূহ						
পুরো অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়ন শুরুর তারিখ						
পুরো অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়ন মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ						

গ) বাস্তবায়নের জন্য ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ- এক লক্ষ টাকা

ঘ) বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ : ইন্টানেট অনেক সময় থাকে না। প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ জনবল দরকার।

ঙ) চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গৃহীত ব্যবস্থাাদি : ইন্টারনেট সেবার মান বৃদ্ধি। নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুতের ব্যবস্থা। সম্পূর্ণ জনবলকে অনলাইনে প্রশিক্ষণ প্রদান।

চ) সরকারি আদেশ জারির তারিখ : ১৫.১০.২০২০

ছ) প্রচারে গৃহীত ব্যবস্থাাদি : অনলাইনে কনফারেন্স রুম বুকিংয়ের আদেশ জারি

জ) পরিবীক্ষণ : প্রশাসন-২

ঝ) অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষণ : অনলাইনে কনফারেন্স রুম বুকিং চালু হওয়ার পর থেকে সভার সময় নিয়ে আর বিড়ম্বনায় পড়তে হয় না। অফিস নোটিস পাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে হয়না। ধাপ কমে যাওয়ায় দ্রুত কাজ দ্রুত সম্পন্ন হয়। নোটিস হারিয়ে যাওয়ায় ভয় নাকে না। একই সময় দুটি সভার তারিখ বা সময় পড়ে না। সংশ্লিষ্টরা অনলাইন থেকে কনফারেন্স রুমে কখন সভা আছে তা জানতে পারে। ফলে পরবর্তী সভার সময় ও তারিখ নির্ধারণে সুবিধা হয়।

ঞ) সেবা সহজিকরণ কার্যক্রমের ছবি ও ভিডিও (লিংক)



অনলাইনে কনফারেন্স রুম বুকিং অরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠান



অনলাইনে কনফারেন্স রুম বুকিং অরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠান

ট) বাস্তবায়ন টিম: নাম, পদবি, ছবি

১	মোঃ আব্দুস সালাম, উপসচিব (প্রশাসন-২)	
২	মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, উপসচিব (প্রশাসন-৪)	
৩	মোঃ নূরুল ইসলাম, প্রোগ্রামার	
৪	শেখ মোঃ রজব আলী, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব)	

ঠ) টেকসইকরণে গৃহীত ব্যবস্থা

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ওয়েবসাইটে লিংক স্থাপন, অনলাইনবেইজড সফটওয়্যারটি মন্ত্রণালয়ের সার্ভারে হোস্টিং।  
গুধুমাত্র অনলাইনে কনফারেন্স রুম বুকিং।